MAR. 12 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

৯ বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ১০ লাখ

বৃহস্পতিবার থেকে সারাদেশে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

সালাহউদ্দীন বাবলু ॥ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ মোট ৯টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার সারাদেশের সাড়ে ১০ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী এসএসসি, দাখিল এবং এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেবে। আগামী বৃহস্পতিবার থেকে ১২শ' কেন্দ্রে একযোগে দেশের এই বৃহত্তম পাবলিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এজন্য শিক্ষা বোর্ডগুলোর যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর থেকেই এই এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষার ফলাফল গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এখনো চূড়ান্ত করা হয়নি। ১১ বিষয়ের এসএসসি পরীক্ষা এবার মাত্র ১২ দিনে এবং দাখিল পরীক্ষা ১১ দিনে সম্পন্ন করা হবে। আগামী বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় এসএসসির ইংরেজী ১ম পত্রের পরীক্ষা এবং দাখিলের কুরআন মজীদ ও তাজবীদ এবং বিকেলে উর্দু পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এসএসসির তত্ত্বীয় অংশের পরীক্ষ ৩১ মার্চ এবং দাখিলের তত্ত্বীয় অংশে পরীক্ষা ২৯ মার্চ শেষ হবে। এছাড় ব্যবহারিক পরীক্ষা যথাক্রমে ১৫ এপ্রিল ১০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হবে। নকলে কারণে গত বছরের অভিযুক্ত কেন্দ্রগুলে এবার বাতিল বা দোষী কর্মকর্তাদের বিরুদ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে কোন ব্যবস্থা নেয়ায় এ বছরও এসএসসি পরীক্ষা ব্যাপক নকলের আশংকা করা হচ্ছে। সারাদেশে এসএসসি পরীক্ষার সাড়ে ৮শ কেন্দ্রের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩শ'ই ঝুঁকিপূর্ণ বোর্ড কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধে স্থানীয় পরিদর্শক দল ছাড়াও এ বছর প্রায় সাড়ে ৪শ' ভ্রাম্যমাণ ও স্থায়ী পরিদর্শক দল গঠন করেছেন। জেলা শহরের কেন্দ্র ছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের কেন্দ্রগুলোতে ২ সদস্যের এই টীম সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান নিয়ে তারা নকলের রিপোর্ট দিলে তাৎক্ষণিকভাবে

৭-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

এসএসসি পরীক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঐ কেন্দ্র বাতিল করা হবে বলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এবার কোন পরীক্ষার্থীই নিজ স্কুল কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না। দেশের সকল পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষক পরিদর্শকও বিনিময় হবে। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকও বদল করা হবে। এছাড়া, প্রশ্নপত্রের ধরনও এবার কিছুটা পরিবর্তন করা হবে, যাতে নকল করা সহজসাধ্য না হয়। প্রতি বোর্ডের প্রশ্নপত্র হবে আলাদা। অধিক নকলপ্রবণ এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পুলিশের পাশাপাশি প্রয়োজনে বিডিআর মোতায়েন করারও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রতি কেন্দ্রের ২শ' গজের মধ্যে পরীক্ষাকালে যথারীতি ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকবে।

নবগঠিত সিলেট ও বরিশাল শিক্ষা বোর্ডসহ মোট ৭টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এ বছর প্রায় ৮ লাখ ৮৫ হাজার ছাত্রছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেবে। এর মধ্যে প্রায় ৪ লাখই ছাত্রী। গত বছর থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় অর্ধলক্ষ কম। গতবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ লাখ ৩০ হাজার। এর মধ্যে নকলের দায়ে ৩০ হাজার ছাত্রছাত্রীই বহিষ্কৃত হয়। এবারের এসএসসি পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ডে ২ লাখ ৭৩ হাজার ৬শ' ২০ জন, ঢাকা বোর্ডে ২ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ১২ হাজার ৫শ' ৬৩ জন, যশোর বোর্ডে ১ লাখ ২ হাজার ২শ' ৪২ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৭৫ হাজার, বরিশাল বোর্ডে ৫৬ হাজার ৫শ' ৬৩ জন এবং সিলেট বোর্ডে ৩০ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেবে। ঢাকা বোর্ডের অধীনে ৫টি বিদেশী কেন্দ্রসহ সর্বমোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ২৪১টি। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীতেই রয়েছে ২১টি কেন্দ্র। রাজশাহী বোর্ডে রয়েছে ২১২টি কেন্দ্র, কুমিল্লা বোর্ডের কেন্দ্র সংখ্যা ১২৪, যশোর বোর্ডের ৯৮, বরিশাল বোর্ডের ৬০, চট্টগ্রাম বোর্ডের ৯৩ এবং সিলেট বোর্ডের ৫১।

এদিকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সারাদেশে প্রায় সাড়ে ৩শ' পরীক্ষা কেন্দ্রে এবার দেড় লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী দাখিল পরীক্ষায় অংশ নেবে। দেশের বেশ কিছু স্কুলের কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী নানা জটিলতায় ও স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এখন পর্যন্ত প্রবেশপত্র পায়নি বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজশাহী অফিস জানায়, এবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে মাধ্যমিক পরীক্ষায় রেকর্ড সংখ্যক পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হলো ২ লাখ ৭৩ হাজার ৬শ' ২০ জন। এর মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ৯৭ হাজার ৯শ' ৬০ জন, মানবিক বিভাগে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৯শ' ৬৬ জন ও বাণিজ্য বিভাগে ৮ হাজার ৬শ' ৯০ জন। এসব পরীক্ষার্থী ২শ' ১২টি কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ নেবে।